তারুণ্যের অবক্ষয় ও তার প্রতিকার

দ্য ইউথ

স্বপ্নচারী টিম

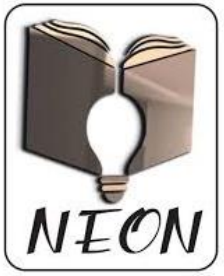

নিয়ন পাবলিকেশন

সম্পাদকের কলাম

অবস্থা যখন এমন যে, যুবারা রীতিমতো প্রতিযোগিতায় লিপ্ত, কার আগে কে জাহান্নামে পতিত হতে পারে।

ঠিক তখনই একদল স্বপ্নবাজ তরুণ নিজের স্বজাতির প্রতি ব্যথিত, সহমর্মিত হয়ে কলমের মাধ্যমে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে—হে যুবারা! তোমরা দ্বীন ইসলামের নিরাপদ দূর্গে পরিপূর্ণ প্রবেশ করো। যেন জামানার ফিতনা তোমাদের ঈমান-আমালের অস্তিত্ব পিষে না ফেলে!

যেমনটা নবী সুলাইমান আ. এর পিঁপীলিকা তার সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে বলেছিল—হে পিপীলিকা বাহিনী! তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ করো! যেন সুলাইমান এবং তাঁর বাহিনী অজ্ঞাতসারে তোমাদের পদতলে পিষে না ফেলে! [সূরা নামল: ১৮]

এরই ধারাবাহিকতা প্রথমে এসেছিল 'ফাফিররু ইলাল্লাহ্'! এবার তার দ্বিতীয় কিস্তি—'দ্য ইউথ'!

খুব করে কামনা করি, একঝাঁক স্বপ্নবাজ তরুন ও নবীন লেখকদের কাঁচা হাতের এই অসম্পূর্ণ প্রচেষ্টাটুকু উম্মাহর যুবাদের কানে পৌঁছে যায়...
গ্রন্থটিতে যা কিছু ভুল, তা আমার ও আমাদের পক্ষ হতে। আর যা কিছু শুদ্ধ, তা আমার ও আমাদের রবের পক্ষ হতে।

প্রিয় পাঠক! ক্ষুদ্র এই প্রচেষ্টাগুলো কবুলিয়াতের জন্য সার্বিক পরামর্শ, সহযোগিতা ও দোয়া চাই...

সম্পাদক
জাফর বিপি
লেখক, সম্পাদক ও উদ্যোক্তা
jafor.np.ab@gmail.com

সূচীপত্র

প্রেম নামক ধোঁকার জালে /৯

- নাবিল হাসান

পর্ণোগ্রাফির ফানুস / ২২

- জোবায়েদ হোসেন

নদীর বুকে চাঁদ / ৩১

- আবদুর রহমান

ফ্রি ফায়ার : বিনামূল্যে মৃত্যু / ৪১

- আব্দুল্লাহ আল মুনীর

সময় এখন পাল্টাবার/ ৪৯

- নিয়াজ বিন হায়দার

বেদনা মধুর হয়ে যায়/ ৭৫

- আরিফ আব্দুল্লাহ

মাদকের ভয়াল থাবা : সাবধান হও যুবক! /৯৮

- নাজমুল ইসলাম কাসিমী

সুখি জীবন/ ১১৩

- মিজান আবদুল্লাহ

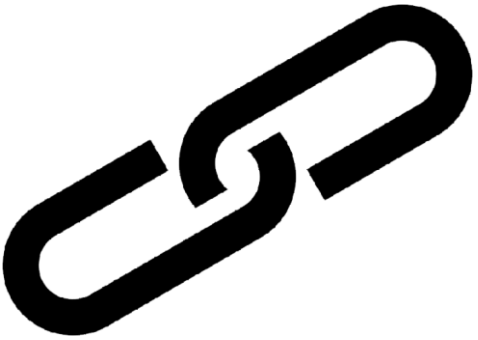

প্রেম নামক ধোঁকার জালে

নাবিল হাসান

আচ্ছা, মানুষ প্রেমে কেন পড়ে? ও হ্যা, ভালো কথা আমি এখানে কোন ধরণের প্রেমের কথা বলছি সেটা নিশ্চই বুঝতে পারছেন। আমি বলছিলাম বর্তমান তরুণ প্রজন্মের অন্যতম প্রধান রোগ হারাম রিলেশনশিপের কথা।এই প্রশ্নের উত্তর দেয়ার আগে চলুন ইবনুল কায়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) এর একটা উক্তি দেখে নেই।

ইবনুল কায়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, "(দেহ যেমন অলস হয়ে পড়ে থাকে) অন্তর কখনো অলস থাকে না। আমাদের নফস আমাদেরকে হয় ভালো নতুবা খারাপ কাজে ব্যস্ত রাখে।"

শায়খ সালিহ আল মুনাজ্জিদ (হাফে.) এর ব্যাখ্যা করে বলেন, "কারো অন্তরে যদি আল্লাহ্‌র প্রতি তীব্র ভালোবাসা না থাকে, তবে সে অন্তর স্বাভাবিকভাবেই অন্য কারো প্রতি ভালোবাসা দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায়। আমাদের নফস কখনো অলস থাকে না। আমরা যদি একে আল্লাহ্‌র আনুগত্যে ব্যস্ত না রাখি, তবে তা আমাদের আল্লাহ্‌র অবাধ্যতায় ব্যস্ত রাখবে।"

অর্থাৎ বিষয়টা দাঁড়ালো যে, আপনি যখন আল্লাহর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবেন তখন আপনার অন্তর অন্য কারো দিকে ঝুকে পড়তে চাইবে। এর কারণ কি? কারণ হলো এই সময় শয়তান আমাদের ঘাড়ের উপর চেপে বসে। আর আল্লাহ এটা কুর'আনে স্পষ্ট বলে দিয়েছেন যে, 'যে ব্যক্তি রহমানের স্মরণ থেকে গাফিল থাকে আমি তার উপর এক শয়তান চাপিয়ে দেই, সে তার বন্ধু হয়ে যায়।' [সূরা যূখরুফ: ৩৬]

স্বভাবতই শয়তানের পাল্লায় পড়ে আমরা এই সময় পরনারীর দিকে ঝুকে পড়ি। কিন্তু নারীই কেন? শয়তানের একটা বিখ্যাত উক্তি আছে, "নারীরা হচ্ছে আমার অব্যর্থ তীর।" তাই সে নারীর মাধ্যমে আমাদের বিপথগামী করতে চায়। হঠাৎ ঝলকে, চোখের পলকে আমরা কোনো রমণীর প্রেমে পড়ে যাই। প্রমের সাগরে হাবুডুবু খেতে খেতে আমরা অপূর্ণ নফসকে পূর্ণ করে নেই। যেই জায়গাটা বরাদ্ধ থাকার কথা ছিলো শুধু আমার রবের জন্য সেই জায়গায় এনে বসাই এক বেগানা নারী/পুরুষকে।
যে নফস শুধু আমার রবের ডাকে সাড়া দেয়ার কথা ছিলো সে নফস এখন রবের কথা ভুলে গিয়ে অন্যের ডাকে সাড়া দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

তরুনরা কেন অধিক হারে প্রেমের দিকে ঝুঁকছে?

বর্তমানে তরুণ সমাজ যে হারে প্রেমের দিকে ঝুকছে তার একটা অন্যতম কারণ হলো অতি আবেগ, কৌতূহল। এই আবেগ, কৌতূহল কীভাবে সৃষ্টি হয়? এর কারণ হিসেবে ধরা যায় অপসংস্কৃতিকে। তরুণ সমাজ এখন মারাত্মক ভাবে হিন্দি, সাউথ ইন্ডিয়ান মুভি, রোমান্টিক নাটক, গান ইত্যাদির দিকে ঝুকে পড়েছে। আর এই জিনিষগুলোর একটা বড় অংশ জুড়ে দেখানো হয় কল্পিত প্রেম কাহিনী, রোমান্টিসিজম। আর মানুষ যেহেতু কল্পনাপ্রবণ তাই এগুলো দেখার সময় তারাও নিজেকে ঐ স্থানে বসিয়ে কল্পনা করতে থাকে।

আহ! আমি যদি ঐ নায়কের মতো হতাম? এভাবে হারাম প্রেমের কল্পিত দৃশ্যগুলো তাদের চোখের সামনে খেলা করতে থাকে। আস্তে আস্তে তারা ফ্যান্টাসিতে ভুগতে থাকে। একসময় মুভির কাহিনীকে বাস্তবে নিয়ে আসতে চায়। এভাবে চলতে চলতে কোনো এক পর্যায়ে তারা প্রেমের জালে জড়িয়ে পড়ে।

এখন অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছ যে, কেউ যদি বন্ধুমহলে গিয়ে বলে 'দোস্ত আমি এখনো সিঙ্গেল' তাহলে আর রক্ষা নাই। মানে সিঙ্গেল হওয়াটা এখন দোষের। ছেলেদের আড্ডার বেশিরভাগ জুড়ে থাকে এই প্রেম কিচ্ছা।
কেউ সিঙ্গেল হলে তার নিজেকে অপদার্থ মনে হয়। যে ছেলেটাকে আমরা আতেল ডাকতাম সেও আজ ডাভল আর আমি কিনা এখনো সিঙ্গেল? যে করেই হোক একটা মেয়েকে পটাতেই হবে।

প্রথমে চোখের নজর, পিছে পিছে ঘোরা, ফেসবুক আইডি যোগাড়, তারপর চ্যাটিং শুরু, আস্তে আস্তে গভীরে প্রবেশ, অত: পর নিজেকে আকর্ষণীয় করে তুলা আর সব শেষে কোনো এক আবেগময় মুহূর্তে দিলের খবর প্রকাশ করে নৌকায় পাল তুলার মধ্য দিয়ে প্রেমের সাগরে পথচলা শুরু হয়।

মাঝখানে একটা কথা বলে নেই, অনেকেই বলেন ভাই আমিতো প্রেম করে অনেক উপকার পাচ্ছি। প্রেম আমাকে হতাশা থেকে মুক্ত করে। আর আমি আমার রবকে একেবারে ভুলেও যাইনি।

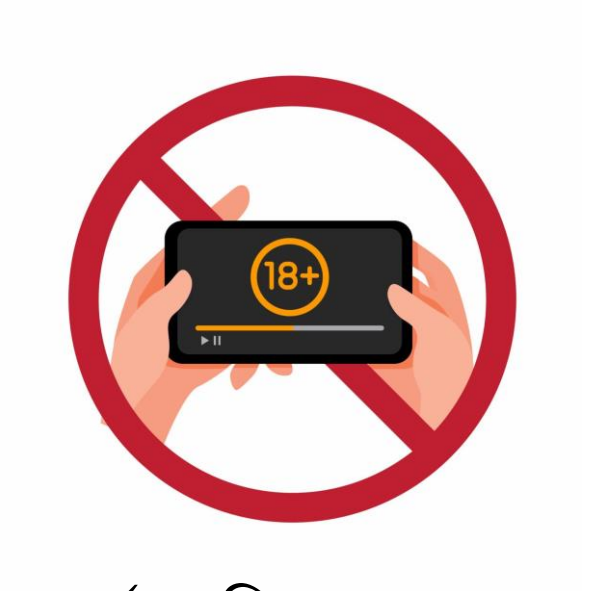

পর্ণোগ্রাফির ফানুস

জোবায়েদ হোসেন

এক.

আজ আকাশটা ভীষণ স্বচ্ছ। পরিপক্ক। মেঘপাখিদের আনাগোনা শূন্য। সকাল থেকেই ম্রিয়মাণ মিষ্টি রোদ ঠিকরে পড়ছে মাঠে-ময়দানে! খানিক পরেই রোদের তীব্রতা ঢের বেড়েছে। সূর্য উঠেছে ত্রিগুণ তেজোদৃপ্ত হয়ে। গনগনে সূর্যআর কড়কড়ে রোদ্রের দাবদাহে নাভিশ্বাস উঠার অবস্থা যেন। এমন প্রখর প্রতাপেও দিনমজুররা বিরামহীন। অঝোর ঘাম ঝরিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। ক'টা ডাল-ভাত যে আজ জোগাড় করতেই হবে! নাহয় ভুখা পেটে হয়তো কেটে যাবে আরো একটি সুদীর্ঘ রজনী। নির্ঘুম রাত।

ফুটপাতের সরু রাস্তার দ্বার ধরে নির্বাক হাঁটছি আমি। ঘামে গা চুপেচুপে। স্যাঁতসেঁতে দুর্গন্ধ। রাস্তার পাশে ঠায় দাঁড়িয়ে ক'টা আগুনঝরা কৃষ্ণচূড়া। শাখায় শাখায় লাল সবুজের ছায়া। মনে পড়ে নজরুলের কবিতার পঙক্তিমালা।

"কৃষ্ণচূড়ার রাঙা মঞ্জুরি কর্ণে-
আমি ভুবন ভুলাতে আসি গন্ধে ও বর্ণে! "

আনমনা হয়ে হনহন হাঁটাহাঁটিতে দুপুর গড়ালো। পড়ন্ত বিকেলের দিকে মাজেদা খালার বাসায় যেতে হবে। হবলু খালুর পক্ষ থেকে আমাকে নিদেনপক্ষে পনেরোবার ফোন করা হয়েছে। একমাত্র খালাতো ভাই নীল নাকি ভার্চুয়াল জগতের বিষাক্ত বেলকনিতে আবদ্ধ। কারও কথায় থমকাচ্ছে না ও। শেষ ভরসা হিসেবেই আমাকে ডাকা। অবশ্য আমার কোনো ক্ষমতার বাহুল্যতা নেই বললেই চলে। সকল ক্ষমতার মালিক তো আল্লাহই। তবুও যাচ্ছি একটু বকবক করার জন্য আরকি...

দুই.

সন্ধা ঘনিয়ে আসছে। রং-বেরঙের পাখিরা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে যাচ্ছে নিজ নীড়ে। গোধূলি সূর্যের রক্তিম আভা মলিন হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। দিগন্তের লালিমা হয়ে যাচ্ছে কালচে। সারাদিনের তেজোদৃপ্ত সূর্যের স্ফটিক রঙটা এখন অবিদ্যমান। মাগরিবের সালাত পড়ে আমি বেরিয়েছি খালাদের বাসার উদ্দেশ্য। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে খালাদের আলিশান অট্টালিকার ঝলকানি। নিয়ন বাতির সারি জ্বলছে সারাবাড়ি।

আমার খালাদের প্রাচুর্যের অভাব নেই। পাঁচতলা বিল্ডিং। খালুর বিশালাকার ইন্ডাস্ট্রি। এনজিও। আরও কত কি?!
বাসার সামনে এসে দরজায় ঠকঠক কড়া নাড়তেই মাজেদা খালা দরজা খুলে দিলেন।
- কিরে, তুই এসেছিস?
- হুঁ, খালা। কি খবর তোমাদের?
- এইতো আছি আরকি।

নীলের যা একটা দুরাবস্থা হয়েছে আজকাল। দিনের সিংহভাগ সময় দরজা বন্ধ করে মোবাইল নিয়ে পড়ে থাকে। কি এলাহি কান্ড ঘটিয়েছে কে জানে? তুই দেখ কোনো তত্ত্ব বের করতে পারিস কিনা।
- আচ্ছা দেখছি, নীলকে ডেকে দাও-তো খালা।
- তুই বোস, আমি ওকে ডেকে দিচ্ছি।

মিনিটখানেক পর নীল আসলো আমার সম্মুখ পানে। নীলের মুখজুড়ে গুটি গুটি বসন্তের দাগ। বয়স মাত্র ১৫ কি ১৬ বছর হবে। এবার ক্লাস টেনে পড়ে। চোখে ভারী দর্পণের চশমা। চেহারায় বিবর্নতার ছাপ স্পষ্ট। আলতো করে ওর পিঠে হাত বুলিয়ে বললাম; - চলো, ছাদে যাই।
- হুঁ, চলেন ভাইয়া।

বিস্তীর্ণ ছাদ। ছাদের দক্ষিন কোণে হরেকরকম ফুলের সমাহার। মনকাড়া সৌরভের ছড়াছড়ি। নীলের বিষয়টা এতক্ষনে আমি কিছুটা আঁচ করতে পেরেছি। হয়তো ও পর্ণ অ্যাডিক্টেড। দ্ব্যর্থ সুরে শুধালাম; কিরে নীল, তোর এমন দুর্বিষহ পরিনতির হেতু কি? কিসে তোকে এমন বীভৎস করলো? কোনো কথা বলছে না নীল। পিনপতন নীরবতা নেমে এলো মুহূর্তেই।

আচমকা, নীরবতা ভেঙে নীল বললো, আমি যখন ক্লাস এইটে পড়ি তখন অ্যান্ড্রয়েড ফোন হাতে পাই। ধীরে ধীরে ফেসবুকে প্রবেশ করি। একদিন— আমার বন্ধু 'বিন্দুর' ম্যাসেন্জারে দেয়া লিংকে ক্লিক করে প্রথম কোন নোংরা ওয়েবের সন্ধান পাই। তৎক্ষনাৎ'ই ঢু মারি।

যে মসজিদটিতে আমরা তিনদিন থাকবো; তার চারিদিকে হলুদ ধানক্ষেত, সারিবদ্ধ আকাশমণির মাঝে লাল ইটের সড়ক, বসন্তের মিষ্টি সুবাস ছড়িয়ে দিচ্ছে একঝাঁক প্রফুল্ল কৃষ্ণচূড়া, গাছে পোঁকাখাওয়া তবে হলুদ পাকা আম ঝুলছে। দৃশ্যের বিচারে মসজিদের অবস্থান গ্রামবাংলার সবগুলো বৈশিষ্ট্য ঘিরে রাখা একটি ভুমিতে। বেশ উৎফুল্ল হলাম বটে। তিনদিন ভালো কাটবে; কোন সন্দেহ নেই। দাওয়াত ও তাবলীগের এই জামাত পরিচালনা করছেন নম্র ভদ্র এক আলেম— মাওলানা ইলিয়াস।

গ্রামে আমরা পা রাখার সাথে সাথে পাকা আমের মত আমাদেরও ঘ্রাণ ছড়ালো। মানুষ তাকাতাকি করলো, কেউ এসে সালাম দিলো। বসন্তের বাতাসে হেলেদুলে নাঁচতে থাকা ধানের শিষ, টুপটাপ করে চুড়ান্তপাঁকা আম ইটের সড়কে পড়ে গলে যাওয়া আর নতুন কিছু মানুষের মুখ দেখতে দেখতে দাওয়াতের সাথে সময় ফুরাতে থাকলাম আমরা। মাগরিবের নামাজ পড়ে বয়ান হলো।

এরপর ইটের সড়কে দাঁড়িয়েছি খোশগল্প করতে। এক ছেলে দূর থেকে তেড়ে এলো আমাদের দিকে। বোধহয় মেরে ফেলবে আমাদের। বোধহয় আমরা দোষ করেছি; অন্যায় করে দণ্ডিত হয়েছি। আবছা আলো-আঁধারে মিশে থাকা ছেলেটির মুখ দিয়ে বেরোলো রাইফেলের শব্দ! অদ্ভুত সব অচেনা বাক্য! এতক্ষণে আমার খোশগল্পের সঙ্গীরা ধরে ফেলেছে ছেলেটি পাগল। আমি খানিকটা বিস্মৃত হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

আমাদের মাথার উপর জ্বলতে থাকা বাল্বের নীচে যখন ছেলেটি এসে দাঁড়ালো, দেখলাম; কলার ছেড়ে রাখা শার্টের ভেতর তাগড়া এক যুবক, মাথার চুলগুলো চলতি সময়ের ফ্যাশন বুঝে কাটা, মুখে সারল্য, চোখ কি খানিকটা লাল! পাগল দূরে থাক! অসুস্থ বলেও ভাবা যাচ্ছে না সুদর্শন এই ছেলেকে। কিন্তু সে কিছুক্ষণ নিজেকে দাবি করছে আবু বকর সিদ্দিক! নবীজির সাথে একত্রে গুহায় থাকার প্রমাণও দেবার চেষ্টা কম করছে না।

ইস্রাফিল হয়ে সিঙ্গা ফুঁকার ভয়ও দেখাচ্ছে। ছেলেরা শুরুতে ভয় পেলেও এবার পালে হাওয়া দিতে থাকলো। আমি কিন্তু সেই নিশ্চুপ!
ইশার জামাত দাঁড়ালো। ছেলেটি ইক্বামাত শুনে কাতার ছেড়ে এমনকি মসজিদ ছেড়ে চলে গেলো। এলাকার কেউ এতে কিঞ্চিত বিব্রতও হলো না।

নামাজের পর এক ভাই বললো, 'শরফ! ওর নাম। ছেলেটি পাগল। বাবা এই মহল্লার ধনকুবের মারুফ হায়দার। শত ক্লিনিক, হাসপাতাল, কবিরাজ, বৈদ্য, হুজুর, পীর দেখিয়েও ছেলেকে ভালো করতে পারেনি।' টাকা থাকলেই সুস্থতা কেনা যায় না; বুঝলাম।

অবাক হলাম; মসজিদ ঘিরে রাখা হলুদ ধানক্ষেতগুলো শরফদের। পাকা আমের এই গাঁয়ের চারভাগের একভাগ জায়গাজমি শরফের বাবার। তবুও শরফ পাগল। মারুফ হায়দার একজন পাগলের বাবা। গল্পটি মাথায় গেঁথে গেলো। আমল, দাওয়াতে মন বসলো না; মন ছুটলো শরফের দিকে ক্ষেপাটে ঘোড়ার মত।

ব্যাপারটা আমির সাহেবের কানে পৌঁছালাম। সুদর্শন ছেলেটির দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকিয়েছিলেন আমির সাহেবও। পরেরদিন সকালে মিশুক দু'চারজন সঙ্গী নিয়ে ভাবলাম, এই জায়গাজমির মালিকের সাথে মোলাকাত করবো। ছেলেকে নিয়ে দু'চার বাক্য হলেও মন্দ নয়। ভেতরের পিয়াসা মিটবে। সহজে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিলেন সেই গতকালের 'পরিচয়দাতা' ভাইটি।

রঙিলা টিনসেডের সামনে ইয়া বড় বড় কয়েকটি আমগাছ। গাছের গোড়ায় পাঁকা করে বসার শানদার ব্যবস্থা। সেখানটাতেই বসতে ইচ্ছে হলো; উপায়ও হলো। মারুফ হায়দার ধুতি কি লুঙ্গি পড়ে আমাদের সঙ্গ দিতে ঘর ছাড়লেন। শরফকে একনজর দেখা গেলো। তেড়ে আসলো না। সময়ক্ষণ বোঝার ক্ষমতা কিছুটা পাগলেরও থাকার কথা।

মারুফ হায়দার গাঁয়ের প্রাণোচ্ছল পুরুষ। পান খাওয়া মুখে হাসি লেগেই আছে। ফতুয়ার পকেটে হাজারটাকার অগণিত নোট নিয়েও তার বুক নীচু হয়ে আছে। বাতচিতে অমায়িকতা। গাঁয়ের ধুমায়িত চায়ের কাপ হাতে আলাপ শুরু হলো। পরিচয়পর্ব আর দেশের হালচাল ফুরোতেই জিজ্ঞাসা করলাম শরফের কথা। প্রাণোচ্ছল মুখটা মলিন হলো।
যেন রোদজ্জল ভরদুপুরে কালবোশেখের আঁধার নেমে এলো।

‘শরফের ব্যাপারে আমি আর কী বলমু! গ্রামের সবাই জানে! ওদের কাছে ভালো জানতে পারবেন। ছেলেটা পাগল হয়ে গেছে। আমার এই বাড়ি, জায়গাজমি থাকলে কী হবো! আমি পাগলের বাপ!’

‘একটু পেছনে চলে যান মারুফ সাহেব! এই পরিবর্তনটা এলো কোত্থেকে? শুনেছি ও ছোটবেলায় সুস্থই ছিলো!’ বললাম।

‘ছোটবেলা না! এই তো দুইবছর আগেও সুস্থ ছিলো। হাসিখুশি। গ্রামের সবার প্রিয় ছিলো। বন্ধুবান্ধবের অভাব ছিলো না। আমি আদর কম করতাম না। ছেলেই তো একটা।’ থামলো মারুফ হায়দার।

এরপর মারুফ হায়দার শরফের গল্প শোনালো। আমরা যখন গল্প শুনছি, গল্পের চরিত্রটি বারবার জানালা দিয়ে দেখছে আমাদের। সে চিনে ফেলেছে। আমরা শরফের মুখের দিকে তাকাচ্ছি; আবার মারুফ হায়দারের গল্পে প্রবেশ করছি। শরফের ছোটবেলা কেটেছে খালেবিলে দৌঁড়ঝাপ করে।

বাবার মত প্রাণোচ্ছল! উদ্যমী, মানুষের প্রিয়। বাবা খুব বেশি আদর করতো। ছেলে যা চাইতো, তা পৃথিবী ঝেড়ে এনে দিতো। এন্ড্রয়েড নামের ফোন তৈরী হবার সাথে সাথেই ছেলের মুঠোয় এনে দিয়েছেন।

এরপর ধীরে ধীরে ভাটা পড়েছে ছেলে-বাবার সম্পর্কে। মারুফ সাহেব নিজেও ফোন নিয়েছেন। ছেলে মত্ত গেমসে, বাবা মত্ত বাংলা সিনেমায়। এভাবেই দীর্ঘ সময় কেটেছে। যুগ হয়েছে ডিজিটাল। শরফও বড় হয়েছে। দু’বছর আগে ফ্রি ফায়ার নামের এক গেমস এলো।

শিশু/তরুণরা চোখ তুলে তাকাবার সুযোগ হারালো। রাস্তার মোড়ে, বাসার ছাদে, পুকুরের ঘাটে, মসজিদের বারান্দায়; এমনকি বাথরুমে যেতেও ছেলেরা এই গেমস ছাড়লো না। শরফ গেমসের নেশায় দিনরাত এক করে ফেললো।

নিয়ন পাবলিকেশন-এর প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য বইসমূহ :

ক্রঃ নং	বইয়ের নাম	লেখক / সম্পাদক / অনুবাদক	বিষয়বস্তু	মূল্য
১	লাভ ক্যান্ডি	জাফর বিপি	বিবাহিত-অবিবাহিত সকলের জন্য জরুরি পারিবারিক প্রেসক্রিপশন	৳ ৩০০
২	ইউটার্ন	জাফর বিপি	যুবসমাজের মাঝে নাস্তিকতা ও সুশীল বিড়ম্বনা রোধে হৃদয়গ্রাহী দাওয়াহমূলক	৳ ২৭০
৩	চিরকুট	ফাতিমা আফরিন	পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধ সংক্রান্ত জরুরি আত্মসমালোচনা	৳ ২৫০
৪	বিজয়িনী	সেভেন সিস্টার্স টিম [জাফর বিপি সম্পাদিত]	দিকভ্রান্ত নারীসমাজের জন্য অনুপ্রেরণা ও দাওয়াহমূলক	৳ ৩০০
৫	ফাফিররু ইলাল্লাহ	স্বপ্নচারী টিম [জাফর বিপি সম্পাদিত]	গাফেল যুবসমাজের জন্য শিক্ষা ও দাওয়াহমূলক	৳ ২১৬
৬	একনজরে সিরাহ্	মূল: ফক্বীহুল আছর মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ রাহমানী (হাফি.) অনুবাদ: শায়েখ মুস্তাফিজুর রহমান	রাসূল (সা.) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী	৳ ১০০
৭	সুখনগর	আব্দুল্লাহ আল মুনীর	সামাজিক উপন্যাস	৳ ১৮০
৮	রিমেডি	জাফর বিপি	দাম্পত্যের জটিল সমস্যার সমাধানে পারিবারিক মেডিসিন ও জরুরি দিকনির্দেশনামূলক	৳ ২২৫
০৯	কালিমা তায়্যিবাহ্ -এর ইতিকথা	শামছুন্নাহার খন্দকার	কালিমা তায়্যিবাহ্ -এর ব্যাখ্যা সংক্রান্ত।	৳ ১৮০
১০	এন্টিবায়োটিক	শাহজাদা সাইফুল	'সহীহ' শব্দের অপব্যাখ্যার স্বরূপ উন্মোচন এবং গল্পে-গল্পে এর দালিলিক জবাব।	৳ ৪০৫
১১	উইমেন্স গাইড	মাস্তুরাত টিম [জাফর বিপি সম্পাদিত]	নারীর দ্বীন পলনের প্রতিবন্ধকতা ও সমাধান।	৳ ৩২৪

১২	প্রিয় সন্তান তোমার প্রতি	মূল: শাইখ মুহাম্মাদ আজীম হাসিলপুরী হাফি. অনুবাদক: মুফতি মুস্তাফিজুর রহমান	সন্তানদের প্রতি নবী, সাহাবী ও মনিষীদের পক্ষ থেকে মূল্যবান নসিহা।	৳ ১০০
১৩	পাপ করব না আর	মূল : মুফতি মুহাম্মদ শুয়াইবুল্লাহ খান ভাষান্তর : নাজমুল ইসলাম কাসিমী	দাওয়াহ ও নাসিহামূলক	৳ ৩১২
১৪	মুসলিমাহ	মাস্তুরাত টিম	আদর্শ নারীর রূপরেখা	৳ ৩০০
১৫	নুসাইবা	আবদুল্লাহ	এক সত্যান্বেষী নারী	৳ ২৪০
১৬	ফ্যামিলি লাইফ	হায়াত মাহমুদ	পরিবারের প্রতি পারস্পারিক দায়িত্ব ও কর্তব্য	৳ ১৯৮
১৭	শিশুতোষ সিরিজ	লেখক : মো: সাইফুল্লাহ সম্পাদনা : জাফর বিপি	----	প্রকাশিতব্য
১৮	দ্য ইউথ	লেখক : স্বপ্নচারী টিম সম্পাদনা : জাফর বিপি	তারুণ্যের অবক্ষয় ও প্রতিকার।	৳ ২৪০

❋ ❋ ❋